এপ্রিলের ১৯ তারিখ, ২০০৯ সাল সকাল ১২:১ মিনিট (প্রশান্ত মহাসাগার দিবালকের সময়)থেকে / ৭:০১ সকাল, এপরিল ১৯,২০০৯ সাল (জি ম তি)পযর্ন্ত নিশেধাজ্ঞা জারি করা হইয়াছে।

এশিয়ার পক্ষ থেকে ২০০৯ সালের গোলডম্যান পরিবেশ পুরস্কার এর গ্রাহি:

রিজওয়ানা হাসান,
ঢাকা, বাংলাদেশ ।

বাংলাদেশে পরিবেশ দুষন এবং স্বসাথে ক্ষতিকারক জাহাজ ভাংগার শিল্পের গুরুত্ত্বকে কম করার জন্য কাজ করে চলেছেন তিনি । বিশিষ্ট পরিবেশজনিত আইনজ্ঞ , রিজওয়ানা হাসান অগ্রভাগে একটা আইনের যুদ্ধ শুরু করেন এবং সরকারের শত (আইন) সহ জনসাধারণকে জাহাজ ভাঙ্গার শিল্পে ভয়াবহতা সম্পর্কে সতক করার প্রচেস্টা চালেয়ে গেছেন ।

বিষ জনিত শিল্প:

পৃথিবীর কতিপয় দেশের ভেতর বাংলাদেশ এমন একটা দেশ যা জাহাজ ভাঙ্গার কাজে অত্যন্ত আগ্রহী । পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের কমর্বিরত জাহাজগুলি বাংলাদেশে পাঠান হয় এবং সেসব জাহাজ অদক্ষ কমীর্দের সমুদ্র সৈকতে খালি হাতে ভাঙ্গা হয় । এ সমস্ত অদক্ষ শ্রমিকদের দৈনিক এক ডলারে্র ও কম বেতন দেওয়া হয় । মূল্যবান ইস্পাত ,বজ্য র্ধাতুর লালসায় এসব বজির্ত জাহাজ ভাঙ্গার ক্ষেত্রে বিক্রিত হয় । এসব জাহাজের প্রতিটি অংশ আলাদা করার লক্ষে মাত্র টচ ও ছোটখাট যন্ত্র ব্যবহার করা হয়। এর ফলে সমুদ্র উপকূলের পানি শুধু বিষাক্ত হয় না ,বরং ২০,০০০ হাজার কমীর্দেঁর ভয়ঙ্কর স্বাস্থের ও ঝুকি হবার আশঙ্কা থাকে ।জাহাজ এবং বোঝাইজাত অদাহ্য র্পদাথ ,পি , সি, বি , সমূহ , সীসা , সেকোবিষাক্ত ও অন্যান্য তরল বিষাক্ত পদাথর্যা পরিবেশ দুষনে সাহায্য করে ।যেহেতু এই জাহাজ ভাঙ্গার কাজে তাদের পরিমিত নিরাপত্তামূলক যন্ত্র ব্যবহারের অভাবে শুধু পরিবেশ ই দুষিত হয়না , শত শত কমীর্দের পঙ্গুত্ব এবং অনেক ক্ষেত্রে মৃত্যুবরন করতে হয় । যদিও বাংলাদেশে শ্রমিকদের নিরাপত্বার অংগন ও পরিবেশ সুষঠ রাখার লক্ষে এবং বজ্য র্পদাথ পরিচালনা কোরবার উদ্দেশ্যে প্রচলিত আইনের ব্যবস্থা আছে , কিন্তু সেসব আইন বাস্তবায়িত করা হয় না ।

এসব ২০,০০০ শ্রমিকদের মধ্যে অধিকাংশ ই অল্প বয়ষ্ক যুবক , অনেকে মাত্র ১৪ বৎসরের বালক যারা বেশির ভাগ ই বাংলাদেশের উত্তর গ্রাম থেকে আসা কারণ সেখানে বেশির ভাগ সময় খাদ্যের অভাব থাকে । তাদের শ্রম ভাতা খুব ই কম , মোওলিক বাসস্থানের ব্যবস্থা করা হয়ে থাকে । এসব শ্রমিকদের নামে মাত্র সামান্য চিকিৎসা ছাড়া কোন ভাল চিকিৎসার সুযোগ থেকে বঞ্চিত । গননা করে বলা যায় যে প্রতি সপ্তাহে গড়ে অন্তত একজন জাহাজ ভাঙ্গার শ্রমিক এই কম স্থলে ই মৃত্যুবরন করে এবং প্রতিদিন গড়ে একজন শ্রমিক আহত হয় ।

বাংলাদেশের অংগনে জাহাজ খন্ডনের জন্য যে সব জাহাজ প্রবেশ করে , সেগুলো বেশির ভাগ আসে পৃথিবীর উন্নত দেশগুলি থেকে যেমন , আমেরিকা, যদিও আমেরিকার জাহাজ খন্ডনের পক্ষে জাহাজ পাঠাবার স্থান সম্পর্কিত আইন প্রযোজ্য আছে , কিন্তু এই ব্যবসার লোভনীয় মুনাফার আশায় জাহাজগুলোর দিক পরিবতর্ন করা হয় অন্যান্য বন্দরের মাধ্যমে জাহাজের পতাকা পূবের্ই পরিবতর্ন করে বাংলাদেশে জাহাজ বন্দরে পাঠান হয় ।

২০০5 থেকে ২০০7 সালের মধ্যে ২৫মলিয়ন টনের ও বেশী ওজনের ২৫০ টার ও অধিক জাহাজ বংলাদেশের সৈকতে খন্ডিত হয়েছে । এসব জাহাজের শতকরা ৯৫ ভাগ তৈরী কোটেড ইস্পাত১০ থকে ১০০ টন রং এর ভেতর সীসা , ক্যাডিয়াম নামক বিষাক্ত পদার্থ জিনক ও ক্রমিয়াম মেশান পদার্থ বিদ্যমান । অনেক জাহাজে রয়েছে বিপুল ঝুকিপূন র্এবং বিপদজনক পদার্থ , পি , সি , বি , এসবেসটাস , হাজার হাজার তেল ও চব্বির্জাতিয় পদাথ র্যা ১৯৯৫ সালের বাসেল কনভেনসানের মাধ্যমে এ সমস্ত বিষাক্ত পদার্থ অত্যন্ত ক্ষতিকর এবং ভয়ানক হিসেবে বনির্ত রয়েছে । এ ধরনের পদার্থ পরিবেশ দুষনে অত্যন্ত ক্ষতিকর । সমুদ্র সইকত , সমুদ্রের পানি এবং উপকূলবতি র্পরিবেশের জন্য অত্যন্ত ক্ষতিকর ।

জাহাজ ভাঙ্গার ঘাটির মালিকরা এসব ভাঙ্গা চুরা পূরান জাহাজের টুকরা পুনরায় বিক্রির মাধ্যমে প্রচুর লাভ করেন । বাংলাদশে পয্যার্প্ত খনিজ সম্পদ এবং দেশের ধাতু খনির অভাবে এ সমস্ত লোহা ও অন্যান্য জাহাজের ধাতুর উপর ভরসা করে থাকে । জাহাজের বজির্ত ধাতু ছাড়াও জাহাজের অন্যান্য উপাদান , যেমন , সিঙ্ক , টয়লেট , বিছানা , আসবাব পত্র , লাইট বালব - এসব পুনরায় বিক্রীত হয় চিটাগাং এর খোলা বিশাল বাজারে রাস্তার ধারে বিক্রি হচ্ছে , কারণ এটা হচ্ছে জাহাজ ভাঙ্গার এলাকা । এই জটিল পুনর্বিক্রয় বাজার এই জাহাজ ভাঙ্গার শিল্পকে জীবিত করেছে ।

পরিবেশ জনিত বিচারের আইন নিয়ন্ত্রন:

সৈয়দা রিযাজাওয়ানা হাসান , ৪০ বৎসরের একজন বিশিস্ট আইনজ্ঞ , যিনি বাংলাদেশ পরিবেশ জনিত আইনজ্ঞ সমিতি র কাজ্য র্নিবাহির্ পরিচালক হিসেবে জনগণের পক্ষে একটা আইন ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের সাথে সম্পৃক্ত রয়েছেন । তিনি রাজনীতির সাথে জড়িত একটি পরিয়ারের সাথে লালিত হয়েছেন । হাসান জনগণের স্বাথে র্নিজেকে নিয়োজিত করেছেন । তিনি আইন বিষয়ে মাস্টারস ডিগ্রি লাভ করেন মাত্র ২৪ বৎসর বয়েসে এবং (বি , ই , এল , আ)র সাথে সম্প্রিক্ত হন এবং অতি অল্পসময়ে দেশের পরিবেশ সম্পর্কে সোচ্চার আওয়াজ তোলেন । সম্প্রতিকালে হাসান ৬০জন কমী র্র সাথে ছয়টা দফতরের দায়িত্ব গ্রহন করেছেন । তিনি অল্প বয়েসে বাংলাদেশের সুপ্রীম কোটের্র সাথে সংযুক্ত রয়েছেন ।

জাহাজ ভাঙ্গার শিল্প যা পরিবেশ ও শ্রম আইন লংঘনকারি জাহাজ ভাঙ্গার কারণে

পরিবেশ দুষন এবং শ্রমিকদের অধিকার ভিষনভাবে লংঘনের লক্ষে শ্রমিকদের পক্ষে ২০০৩ সালে ওকালতি শুরু করেন । তিনি সুপ্রীম কোর্টে আবেদন প্রার্থনা করেন ও সুপ্রিম কোর্ট এর আদেশের দাবীতে যাতে পুরান জাহাজ বাংলাদেশে প্রবেশ করার আদেশ না পায় - যতক্ষন পর্য্যন্ত বাসেল কনভেনসান চুক্তি অনুযায়ি পুরান জাহাজগূলো বিষন পদার্থ মুক্ত এই মর্মে সারটিফিকেট পেশ করতে পারে এবং জাহাজ ভাঙ্গার কাজ মূলতুবি রাখা হবে যতক্ষন পর্যন্ত সরকারি এজেনসি শ্রমিক প্রাসঙ্গিক নিরাপত্তা ও পরিয়েশ সম্পের্কে ব্যবস্থা করার জন্য প্রস্তুত থাকবে ।

২০০৬ সালের জনুয়ারি মাসে এক ই ভাবে হাসান একটা আইনের যুদ্ধ শুরু করেন এসব পুরান ক্ষতিকর জাহাজ আমদানীর ব্যাপারে । তিনি এ ব্যাপারে আবেদন করেন যাতে এসব বিষাক্ত পদার্থ জনিত দুটি জাহাজ যেন ঢুকতে কোন প্রবেশ পত্র না পায় ।২০০৬ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে পরিবেশ মন্ত্রনালয় এস , এস, নরওয়ে জাহাজের বাংলাদেশে প্রবেশ নিষিদ্ধ করা হয়েছিল এবং ২০০৬ সালের মে মাসে এম , টি , আলফাশিপ জাহাজের প্রবেশ সম্পর্কে কোর্ট এর আদেশ স্থগিত থাকায় এই জাহাজ টিকে পানি তে ঢোকবার আগেই ফিরে যেতে বাধ্য করা হয় ।

আলফাশিপের প্রবেশের বিরুদ্ধে একটা মামলা দায়ের করা হয় এবং বাংলাদেশ হাইকোর্ট অনুধাবন করে যে এ সমস্ত ক্ষতিকর ও ভয়ানক জাহাজের প্রবেশ নিষিদ্ধ করার সপক্ষে আইনের প্রয়োজন রয়েছে । যা হোক , সরকার শুধুমাত্র শর্ত বদ্ধ না থাকা পলিসি গ্রহন করায় , একটি তৃতীয় লিস্টেড জাহাজ , এম , টি , এন্টারপ্রাইজ ২০০৬ সালে বাংলাদেশে প্রবেশ করে । হাসান আবারও প্রয়োজনীয় নিশেধাজ্ঞা আদেশের ব্যবস্থা করে এই জাহাজ ভাঙ্গার ব্যবসার বিরুদ্ধে । যদি ও এই আদেশের বিরুদ্ধে আপিলের মাধ্যমে জাহাজটিকে উপকূলে প্রবেশ এবং জাহাজ ভাঙ্গার আদেশ সাময়িক ভাবে দেওয়া হয় । তিনি পুনরায় কোর্টের কাছে আবেদন করে জাহাজ ভাঙ্গার বিরুদ্ধে নিষেধাজ্ঞা আদেশ হাজির করেন । এই সময়ে জাহাজ ভাঙ্গা কোম্পানি কোর্টের আদেশ অমান্য করে ভাঙ্গার কাজ অব্যাহত রাখে । কোর্টের আদেশ অবজ্ঞা করে পুনরায় আবেদন দাখিল করা হয় এবং কোর্ট জাহাজ ভাঙ্গা কম্পানিকে ক্ষতিপুরন দেবার আদেশ দেয় , অপারগতায় জেলের আদেশ দেয় । বাংলাদেশ আইনের ইতিহাসে প্রথম বারের মত এই আদেশ জারি করা হয় । যদিও জাহাজ ভাঙ্গা কাজে অনেকটা শুরু হয়ে গেলেও পরবর্তী কালের জন্য জাহাজ ভাঙ্গা কোর্টের আদেশ অনুযায়ী স্থগিত রাখা হয় , কিন্তু জাহাজ পরিবেশ দুষেনের জন্য জাহাজ কে জরিমানা করা হয় । এই আদেশের বিরুদ্ধে আপীল করা হলেও সম্ভবত কোর্ট তাদের জাহাজ ভাঙ্গা কোম্পানির সপক্ষে রায় দেবেনা বলে আশা করা যেতে পারে । এসব মামলার পরিপ্রেক্ষিতে জাহাজ ভাঙ্গার কাজে সরকার চুড়ান্তভাবে শর্ত আরোপ করার কাজ চালিয়ে যাচ্ছে ।

হাসান জাহাজ ভাঙ্গার কাজের বিপক্ষে নন কিন্তু তিনি এ ব্যাপারে নিশ্চিত হতে চান যাতে বাংলাদেশে জাহাজগুলো প্রবেশ করার আগে জাহাজের বিষাক্ত পদার্থ গুলো ফেলে আসবার তাগিদ দেন , সেই সাথে শ্রমিকদের নিরাপত্তা ও ক্ষতিপুরনের দাবি করেন । ২০০৮ সালের জানুয়ারি সুপ্রীম কোর্ট সমস্ত সরকারি এজেনসি যেমন ,

জাহাজ , বনিজ্য , পরিবেশ শিল্প এবং কাজে জবাব দাবি করে জানান যে ফ্যাকটরীর ধারা অনুযায়ী কেন শ্রমিকদের নিরাপত্তা ও মংগলজনিত আইন প্রয়োগ প্রয়োগ করা হবে না । এই মর্মে কোর্ট আরও একটা রুলিং জারি করে সমস্ত সরকারি এজেনসির কাছে যেন তারা সমস্ত জাহাজ ভাঙ্গা শ্রমিকদের নিরাপ্তত্তা এবং কর্মিদের অসুস্থতা ও মৃত্যুর জন্য পর্যাপ্ত ক্ষতিপুরনের ব্যবস্থা রাখবার জন্য আদেশ করেন ।

হাসান এবং (বি , এ, এল, এ) শ্রমিকদের স্বাস্থ্য , নিরাপ্তত্তাজনিত কাজ চালিয়ে যান এবং শ্রমিকদের আঘাতজনিত ক্ষতিপুরনের দাবিতে তাদের স্বপক্ষে ওকালতি অব্যাহত রাখেন ।

ভবিষ্যতের আমদের আশা:

কোর্টের বিধিগুলো নব নির্বাচিত সরকার কর্তৃক এই শিল্পের অবস্থার উপর নির্ভরশিল । হাসান কোর্ট এর রুলিংকে জোরদার করার পরিকল্পনা মোতাবেক তার কাজ চালিয়ে যাবার সিদ্ধান্ত নেন । সেই সাথে বাংলাদেশে জাহাজ ভাঙ্গা শিল্পে পরিবেশ জনিত আইন জোরদার কার্যকরী করার প্রয়াসে তার কাজ চালিয়ে যাচ্ছেন । সেই সাথে তিনি পরিবেশ দুষনের বিরুদ্ধে জোরদার আইন প্রয়োগের যুদ্ধ অক্ষুন্ন রেখেছেন । এই আইন বিশ্বের অন্যান্য দেশে যেখানে জাহাজ ভাঙ্গার কাজ চালু আছে , যেমন , ইন্ডিয়া , টারকী , পাকিস্থান - এ সমস্ত দেশেও পরিবেশ ও শ্রমিক নিরাপত্তার অভাব আছে । পরিবেশজনিত ছাড়াও অন্যান্য বিষয়ে আইনের যুদ্ধ জারি আছে , যেমন , ভিজা মাটি সংরক্ষন , চিংড়ি মাছের চাষ ,ঐতিহ্যবাহী জংগল সংরক্ষন , যান বাহনের দ্বারা দুষন এবং শিল্প সংক্রান্ত দুষনীয় ব্যাপারে তার অভিজ্ঞ আইনের যুদ্ধ চালু রেখেছেন ।

###

গ্রাহীর উক্তি:

‘ আমরা আমাদের ভবিষ্যত সন্তানের জন্য একটা বাসযোগ্য পৃথিবী রেখে যেতে পারি - এটা ই আমাদের লক্ষ্য হওয়া উচিত , একটা জায়গা যেখানে আমরা নিঃশ্বাস নিতে পারি , স্বপ্ন দেখতে পারি , প্রকাশ করতে সাহায্য করতে পারি , আবার প্রয়োজন মত বিরধিতা ও করতে পারি ।‘

নাম: সৈয়দা রিজওয়ানা হাসান ।

গোলডম্যান পরিবেশ পুরস্কার সম্পর্কে:

গোল্ডম্যান পরিবেশ পুরস্কার গ্রাহীর যোগ্য প্রার্থী তিনি , যিনি পরিবেশকে সুন্দর করতে সব বাধা অতিক্রম করে সাধারণ জনগণকে উৎসাহিত করতে পারে এবং পৃথিবী রক্ষার্থে কোন অভাবনীয় পদক্ষেপ নিতে পারেন । গন নেতা এবং সমাজ সেবক রিচার্ড এন, গোলডম্যান ও তার প্রয়াত স্ত্রী রোডা এইচ , গোলডম্যান পরিবেশজনিত পুরস্কার চালু করেন ১৯৯০ সালে । গোলডম্যান পরিবেশ পুরস্কার বিজয়েতা একটা আন্তর্জাতিক জুরি (যাদের নাম বিশ্বের পরিবেশ প্রতিষ্ঠান থেকে বা কোন ব্যক্তিদের মাধ্যমে গোপনে নামকরন করে জমা দেওয়া হয় । পুরস্কার বিজয়েতারা দশ দিনের সফরে স্যান ফ্রানসিস্কো এবং ওয়াশিংটন ডি , সি যোগদান করবেন এবং পুরস্কার বিতরনে অংশ , সংবাদ পত্র সম্মেলন , যোগাযোগ মাধ্যমের নিদর্শ , বিভিন্ন রাজনীতিক , গন শাসন প্রনালী এবং পরিবেশ অগ্রগামীদের সাথে পরিচিত হবেন ।

যোগাযোগ করুন: www.goldmanprize.org